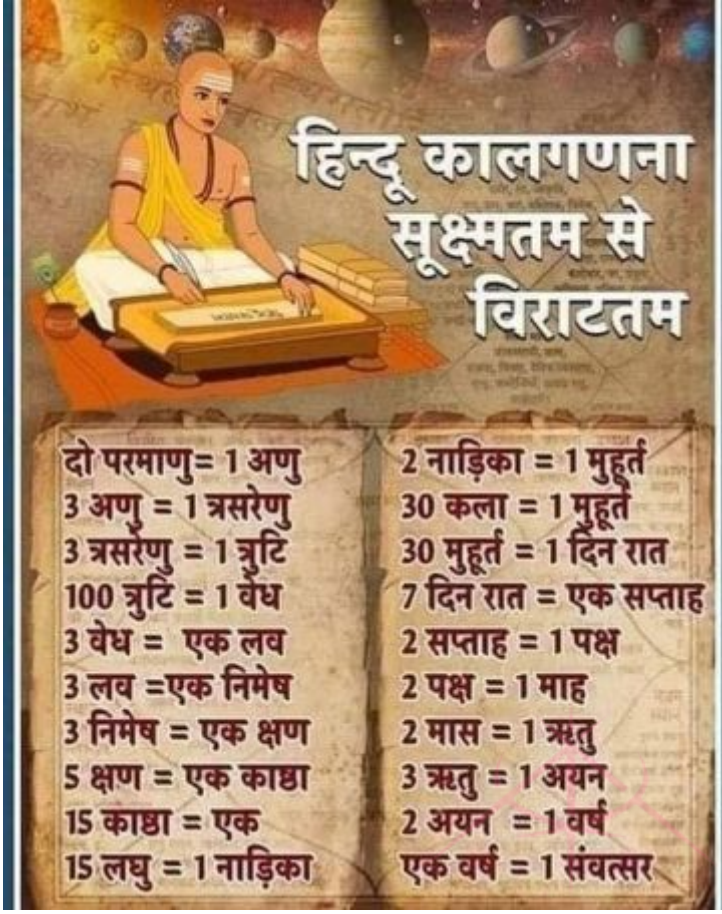




धृति, स्मृति, आर्यव, संसङ्ग, संस्कार..... कাকडे बलडे ?

1. धृति ककडे बलडे ?
2. स्मृति ककडे बलडे ?
3. आर्यव ककडे बलडे ?
4. संसङ्ग ककडे बलडे ?
5. संस्कार ककडे बलडे ?
6. मर्यादा ककडे बलडे ?
7. समयज्ञान ककडे बलडे ?
8. मति ककडे बलडे ?
9. प्रतश्चिन्तित ककडे बलडे ?
10. शासन ककडे बलडे ?
11. नसिपूह ककडे बलडे ?
12. सिद्धान्त वाक्य ककडे बलडे ?

1. धृति ककडे बलडे ?

उत्तर:-

शास्त्रे ये ये धर्माचरण एर बधिन दोग्या आहे --- सहे सहे धर्माचरणके

সর্ব পরিস্থিতিতে ধারণ ও পালন করার যৎ দৃঢ় ধর্মবুদ্ধি তাকে ধৃতি বলে ।

2. স্মৃতি বা মধো কাকে বলে ?

উত্তর:-

শাস্ত্রের আছে যে পর নারীকে মাতৃবত (শাস্ত্রানুসারে নজি পত্নী ছাড়া) জ্ঞান করে , কামবাসনাকে সংযত করে শাস্ত্রীয় বধিনে কামকে পরচালনা করে বীর্য ধারণ করে -তারপর জপ এর দ্বারা বীর্যকে উর্ধ্বমুখী করলে একটা স্মৃতিনাড়ি উৎপন্ন হয় , তারফলে গুরু প্রদত্ত বা শাস্ত্র উপদেশে ধারণ করার যৎ ক্ষমতা লাভ হয় তাকে স্মৃতি বা মধো বলে ।

পর নারীকে মাতৃবত দেখতে না পারলে বা পর নারীকে কামদৃষ্টিতে দেখলে বা পর নারীকে কামদৃষ্টিতে মনে মনে চিন্তা করলে বা শাস্ত্রীয় বধিনে কামকে পরচালনা করে বীর্য ধারণ করে -তারপর জপ এর দ্বারা বীর্যকে উর্ধ্বমুখী না করতে পারলে এই শাস্ত্রীয় স্মৃতি বা মধো লাভ হয় না ।

3. আর্যব কাকে বলে ? ?

উত্তর:-

যৎ কোনো জড় কারণে --- লাভ-ক্ষতি , সম্মান-অপমান , সুখ-দুঃখ , প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি , আসক্তি-বরিক্তি ইত্যাদিতে মনকে বিশেষ চেষ্টার দ্বারা সমভাবে সর্বদা রাখার যৎ মানসিক ক্ষমতা তাকে শাস্ত্রেরে আর্যব বলে । এই আর্যব ক্ষমতা না অর্জন করতে পারলে সাধনার উর্ধ্বক্রম গতির একধাপ অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হয় না । তাই ইহা অতি প্রয়োজন ।

4. সংসঙ্গ কাকে বলে ?

উত্তর:-

শাস্ত্রানুসারে যনিসবকছুর মধ্যগে নতিষ-সনাতন-অক্ষয়-অনাদি-অক্ষয়-প্রাগতস্বরূপ তনিহি একমাত্র স্বয়ং "সং " স্বরূপ । আর বদোন্ত মতে "সচদানন্দ ব্রহ্ম-ই " একমাত্র "সং " স্বরূপ -> অন্য কহে নহে । তাই সমাধি অবস্থায় যখন সেই স্বয়ং "সং " স্বরূপ সচদানন্দ ব্রহ্ম এর সঙ্গগে যুক্ত হয় - সেই অবস্থা কে সংসঙ্গ বলে । -ইহাই মূল "সংসঙ্গ" ।

আর ব্যবহারিকি ভাবে সেই স্বয়ং "সং " স্বরূপ সচদানন্দ ব্রহ্ম এর আলোচনা শাস্ত্রানুসারে যখনে হয় , তাকে ব্যবহারিকি বা সামাজিকি জীবনের "সংসঙ্গ" বলা হয় ।

ধর্মের নাম যা খুশি আলোচনাকে বা স্বয়ং "সং " স্বরূপ সচদানন্দ ব্রহ্ম এর মূলতত্ত্ব আলোচনা না করে অন্য আলোচনা যারা করে "সংসঙ্গ" বলে -তারা ধর্মের নাম গ্লানিস্বরূপ । একমাত্র শাস্ত্রবধি অনুসারে যখনে মূল স্বয়ং "সং " স্বরূপ সচদানন্দ ব্রহ্ম এর মূলতত্ত্ব আলোচনা বা কর্ম হয় তাকেই প্রকৃত পক্ষে বাহ্যিকি "সংসঙ্গ" বলে ।

5. সংস্কার কাকে বলে ?

উত্তর:-

এই "ব্রহ্মকে " জানা বা পাওয়া এর জন্যে শাস্ত্রানুসারে যৎ আচরণ -তাকেই একমাত্র "ধর্মাচরণ" বলে । আর "ধর্মাচরণকেই " শাস্ত্রানুসারে সংস্কার বলে । তাই নজিকে শাস্ত্রানুসারে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত না করলে তার সংস্কার হয় না , আর যার সংস্কার হয় নি তাকে মানবিকি উন্নতি ধরা হয় না । তাই নজিরে মানবিকি উন্নতির জন্যে নজিরে শাস্ত্রীয় সংস্কার অতি প্রয়োজন । সংস্কার এর মধ্যে প্রধান সংস্কার হলো দীক্ষা ও শিক্ষা সংস্কার ।

6. মর্যাদা কাকে বলে ?

উত্তর:-

সমাজ - সংস্কার-আত্মমোহনত-মানবকল্যাণ হতে ---> যেকোনো সম্পর্ক , পদ , কর্ম ও ভাব এর যেকোনো গুরুত্ব তা জনৈক সৈ নম্মি এং সন্মান করার নাম হলো মর্যাদা । এটাই সাধারণ ভাষায় মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ বলে ।

যমেন :-

1. শম্মি এং কাহে গুরুদবেরে মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
 2. সন্তান এং কাহেই বাবা- মা এং মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
 - 3.পতি বা পত্নী এং কাহে একে ওপররে মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
 4. ভাই / ভাই / বোন এং কাহে একে ওপররে মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
 5. শাসক এং কাহে প্রজাদরে মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
 - 6.মালিকি এং কাহে কর্মচারীদরে মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
 7. নজিরে দায়িত্ব ও কর্তব্য এং প্রতি মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
 8. বাবা- মা এং কাহে সন্তানদরে মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
 9. সমাজ বা সংসার বা প্রতিবিশী এং উপর মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
 10. দেশে এং নাগরিকি হিসাবে নজিরে মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ ।
- ইত্যাদি বহু প্রকারেরে মর্যাদাবোধ বা গুরুত্ববোধ আছে , সেই গুলো শিক্ষা করে পালন করাকে মর্যাদা বলে ।

7. সময়জ্ঞান কাকে বলে ?

উত্তর:-

একজন সাধারণ সুস্থ মানুষ নিম্নমতি পূর্ণ 1 বার নিঃশ্বাস এ 2 সেকেন্ড + 1 বার প্রঃশ্বাস এ 2 সেকেন্ড = 4 সেকেন্ড লাগে ।

এই 4 সেকেন্ডকে শাস্ত্র মতে 1 প্রাণ বলেছে অর্থাৎ 4 সেকেন্ড = 1 প্রাণ ।
4 সেকেন্ড = 1 বার নিঃশ্বাস + 1 বার প্রঃশ্বাস = 1 প্রাণ (1 টি পূর্ণশ্বাস ধরা হয়)

তাহলে ...

4 সেকেন্ড = 1 প্রাণ

60 সেকেন্ড = 1 মিনিট = 15 প্রাণ

60 মিনিট = 1 ঘন্টা = (60×15)=900 প্রাণ

24 ঘন্টা = 1 অহোরাত্র (দিন+রাত) = (24× 900)= 21600 প্রাণ

অর্থাৎ

1 অহোরাত্র = 21600 প্রাণ --> ইহাকেই (21600) শাস্ত্রেরে প্রাণেরে গণনার ধ্রুবক সংখ্যা বলে । ইহার দ্বারা ইহ জীবনে কে কত প্রাণ সংখ্যা পেয়েছে বা তার আয়ু এই প্রাণেরে গণনার ধ্রুবক সংখ্যা দিয়ে নির্ণয় করা যায় ।

তাহলে যেকোনো লোকের আয়ু তারই প্ররাদ্ধ কর্ম অনুসারে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে । অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেরে নজিরে নজিরে প্ররাদ্ধ কর্ম অনুসারে অটলভাবে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত নজিরে রক্ত-মাংসেরে শরীরে প্রাণধারণেরে সীমা থাকে তাকেই আয়ু বলে । তাই আয়ুর গণনা যোগ শাস্ত্রেরে প্রাণেরে গণনার ধ্রুবক সংখ্যা 21600 দিয়ে করা হয় । কারণ প্রাণ ই একমাত্র আয়ুর ধারক ।

তাই জানা গেলো যে আমাদের প্রত্যেকেরে আয়ুকাল অটল ।

তাই শাস্ত্রানুসারে আমাদের প্রত্যেকেরে নজিরে নজিরে আয়ুকাল এর মধ্যে ঈশ্বর প্রদত্ত সব কর্ম সম্পন্ন করতে হবে । তাই প্রতিটিকর্ম ও বিষয় এর জন্যে কতটা

সময় লাগা কমম্পক্ষে প্রয়োজন সটো জনে সেই সময়ের মধ্যে যনি কর্ম করতে পারনে তাকই শাস্ত্রে সময়জ্ঞান বলে ।

যনি সময় এর গুরুত্ব বুঝেই কর্ম করেনে তার কর্ম সফলতা প্রাপ্ত হয় । আর সময়জ্ঞান হীন ব্যাক্তি কোনো কাজেই সফল হতে পারনে না ।

তাই শাস্ত্রে সময়জ্ঞান অতি প্রয়োজন ।

৪. মতি কাকে বলে ?

উত্তর:-

শাস্ত্রীয় বধানে একাগ্রভাবে ক্রিয়া বা কর্ম করার যে মানসিক দৃঢ়তা তাকে মতি বলে । যমেন যে কোনো পরিস্থিতিতে দৃঢ় ভাবে আমি ধর্ম আচরণ করবো , গুরু-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখবো দৃঢ় ভাবে -- এই যে মানসিকতা ও একাগ্রতা এবং কর্ম করার ক্ষমতা --একেই শাস্ত্রে "মতি" বলেছে ।

৯. প্রতিশ্রুতি কাকে বলে ?

উত্তর :-

যে কোনো কথা কাহাকেও দলি বা কোনো কর্মের মানসিক অনকে বা নিজি সংকল্প করলে তা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে - সেই কথা বা মানসিক সংকল্প বা কর্ম পূর্ণ ভাবে রক্ষা করার নাম "প্রতিশ্রুতি" । যার "প্রতিশ্রুতি" নামক শাস্ত্রে এই গুণটিনেই তনিকখনো ধর্মে "সত্য" আচরণ পালনে সক্ষম হয় না । "প্রতিশ্রুতি" হলো ধর্মে "সত্য" আচরণ এর প্রধান অঙ্গ ।

১০. শাসন কাকে বলে ?

উত্তর:-

শাস্ত্রানুসারে যে ব্যাক্তি / যবে বধান বা যনি ধর্ম আচরণ , সংযম , সাধনা, সমাধি , মোক্ষ , ঈশ্বরপ্রাপ্তি , মানবকল্যাণশিক্ষা , আত্মউন্নতির ও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ এর জন্যে উপদেশ বা আদেশ দনে তাকেই শাসন বলে । ইহা একমাত্র মূল সনাতন শাস্ত্র / সংগুরু / ব্রাহ্মস্থতি সম্পন্ন মহাপুরুষ / কোনো ধার্মিক ব্যাক্তি / প্রকৃত কল্যাণকামী ব্যাক্তি করতে পারে কোনো কহে নহে ।

আর সামাজিক ভাবে কোনো সংও ধার্মিক বাবা-মা বা নকিট কল্যাণকামী গুরুজনরো সামাজিক লোক কল্যানহতে শাসন করার অধিকারের কথা শাস্ত্রে আছে ।

১১. নসিপূহ কাকে বলে ?

উত্তর:-

যনি জগতের সমস্ত জড় বস্তু বা সম্পর্ক বা সম্পত্তি বা কামনাকে অস্থায়ী বা অনতিজ্ঞান বা ভাবনে বা এই ভাবনাতই সর্বদা স্থিতি থাকনে -- সেই রকম ব্যাক্তি সামাজিক বা প্ররাদ্ধকর্ম বসত কর্তব্য বা দায়িত্ব জ্ঞানে কর্ম করলেও অন্তরে কোনো আসক্তি বা কামনা থাকে না -- এই রকম ভাবস্থিতি অবস্থাকেই নসিপূহ অবস্থা বলে । এই নসিপূহ অবস্থা ব্যাতি উন্নত জ্ঞান ও ভক্তি লাভ সম্ভব হয় না ।

তাই ধর্ম আচরণ ও সাধনার জন্যে এই নসিপূহ ভাব অতি প্রয়োজন ।

১২. সিদ্ধান্ত বাক্য কাকে বলে ?

উত্তর:-

বদোন্ত ও মূল বৈদিক দর্শন শাস্ত্রে আছে যে.....

- 1.মানব শরীর ও মানব জীবনরে মূল উদ্দেশ্য কি ?
- 2.মানবতার চরম বকাশি কি ?
- 3.আত্মজ্ঞান কি ?
4. পরমাত্ম জ্ঞান কি ?
5. ব্রহ্মজ্ঞান কি ?
6. ব্রাহ্মস্থিতি কি ?
7. মোক্ষ কি ?
8. পরা ভক্তি বা প্রমে কি ?
9. নতিযলীলা কি ?
10. পুরুষোত্তম কে বা কিতত্ত্ব ?
11. প্রকৃত নতিযতা কি ?
12. চরম বা পরম পর্যায় কি ?
- 13.সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কি ?
- 14.সময় চক্র কি ?
15. অমৃতস্য পুত্র কি বা কনে ?

চরম শেষে পর্যায় এর এই সকল উপরুক্ত প্রশ্ন আর তার পরম পর্যায় উত্তর ও পথ এর যে বধিান তাকেই "সদিধান্ত বাক্য" বলে l (যার পর আর কোনও প্রশ্ন বা উত্তর থাকে না)

নশ্চিকাম কর্ম কাকে বলে ?

উত্তর:-

কোনও প্রাপ্তি বা প্রতযুৎপ্রকার কামনা না করে এবং প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সমজ্ঞান রেখেই ---> যিনি নিজের ও অন্যজনের প্রকৃত মুক্তির জন্যে , ভগবত লাভের জন্যে , আত্মউন্নতির জন্যে , পরম জ্ঞান লাভের জন্যে , পড়া ভক্তি বা প্রমে লাভের জন্যে ,পরমাত্ম প্রাপ্তিএর জন্যে , ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মস্থিতিএর জন্যে , মানবহিতি এর জন্যে , জগৎ বা দেশে ও জনরে কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্যে , অসহায় এর সহায় এর জন্যে , গুরু - ইস্ট - মা - বাবা - গুরুজন এর সবার জন্যে , মনুষ্যত্ব এর বকাশি এর জন্যে যে যে কর্ম করা হয় তাকেই নশ্চিকাম কর্ম বলে l আর....

ইহলোককি জড় ---> শরীর সম্বন্ধীয় কামনা , রূপ কামনা , সংসার বাসনা , ভোগ বাসনা , ঘর-বাড়ি-গাড়ি কামনা , সম্পর্ক কামনা , সম্পত্তি বা অর্থ কামনা , মান-সম্মান কামনা , পদ এর কামনা , শক্তিকামনা , আধিপত্য কামনা , বাদ্ধতা বা বশীকরণ কামনা , উত্তরাধিকার পদ বা সম্পত্তিএর কামনা , মৃত্যুর পর সর্গ কামনা , পুণ্য কামনা , অস্থায়ী যে কোনও বস্তুর অস্তিত্বের স্থায়িত্ব এর কামনা , ইন্দ্রিয় সুখ কামনা , কোনও কামনা করে পূজা - যজ্ঞ - মন্ত্র - জপ - ব্রত - হরনিাম - ধর্মউৎসব - বস্ত্রদান - অন্নদান - অর্থদান - পরোপকার ইত্যাদিকর্ম সকল কামনা করে ,প্রাপ্তিভাবনা সহকারে যে কর্ম করা হয় তাকে সকাম কর্ম বলে l সাধারণ ভাবে কামনা না করে এবং প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সমজ্ঞান এ থেকে যে কোনও শুভ বা কল্যাণ কর্ম করা হোক না কনে তাকেই নশ্চিকাম কর্ম বলে l এই নশ্চিকামভাব স্থিতিথেকেই ধর্মরে পথ শুরু হয় l যে কোনও প্রকার সকাম ভাব থাকলে প্রকৃত ধর্ম পথে যাওয়া শুরুই হয় না l তাই নশ্চিকামভাব ধর্ম আচরণের প্রথম ধাপ

**

3.নষিকাম ভাবনা কাকে বলে ? উত্তর:- শুধু ঈশ্বর প্রাপ্তি, ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি, ব্রহ্মস্থিতিলাভ, মোক্ষ প্রাপ্তি, পরাভক্তি প্রাপ্তি, আত্মজ্ঞান লাভ, পরমাত্ম জ্ঞান লাভ, নঃস্বার্থ লোক কল্যাণ, নঃস্বার্থ মানব কল্যাণ, নঃস্বার্থ জীব কল্যাণ, নঃস্বার্থ পরোপকার, নঃস্বার্থ দশে ভক্তি, নঃস্বার্থ গুরু-মা-বাবা সর্বো, নঃস্বার্থ সমাজ সর্বো, মনুষ্যত্বের বকাশ ইত্যাদির চিন্তাগুলির মধ্যে কোনো প্রকারের চিন্তা যার মধ্যে কায়-মন-বাক্যই আপনা-আপনি অন্তর থেকে সহজাত ভাবে হয়, তাকেই একমাত্র নষিকাম ভাবনা বলে 1

4.নষিকাম ভক্তিকাকে বলে ? উত্তর:- কেও যদি ঈশ্বর বা ভগবান বা পরব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা এর কাছে যে কোনো শুদ্ধ ভাব নিয়ে, কোনো কামনা তো দূরের কথা -নজিরে জন্মে মোক্ষ পর্যন্ত কামনা না করে, তনিকিচান বা তনিকি করলে খুশি হন বা কভাবে তার সর্বো করলে তার বনিদান হয় -তা জনে যেতই কষ্ট হোক তা পরপূর্ণ রূপে করাকেই নষিকাম ভক্তি বলে 1 এই নষিকাম ভক্তির পুন পুন অভ্যাসে সাধক পরা ভক্তিলাভ করে 1 5.নষিকাম যোগ সাধনা কাকে বলে ? উত্তর :- যে যোগ সাধনা শুধু ঈশ্বর প্রাপ্তি, ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি, ব্রহ্মস্থিতিলাভ, মোক্ষ প্রাপ্তি, পরাভক্তি প্রাপ্তি, আত্মজ্ঞান লাভ, পরমাত্ম জ্ঞান লাভ, নঃস্বার্থ লোক কল্যাণ, নঃস্বার্থ মানব কল্যাণ, নঃস্বার্থ জীব কল্যাণ, নষিকাম ভাব শুদ্ধি, এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণ বকাশ এর জন্মে করা হয় - সেই যোগ সাধনাকেই একমাত্র নষিকাম যোগ সাধনা বলে 1 উপরুক্ত ওই ক-একটি কারণ ছাড়া যদি অন্য কোনো কামনা-বাসনা নিয়ে যোগ সাধনা করে তাকে নষিকাম যোগ সাধনা বলে না 1 যদি কেও কোনো কামনা-বাসনা নিয়ে যোগ সাধনা করে - তাকে শাস্ত্রে প্রকৃত যোগী না বলে ধর্মের গ্লানি স্বরূপ ব্যক্তি বলেছে 6.নষিকাম প্রমে কাকে বলে ? উত্তর :- যে ঈশ্বর প্রমে সর্বকষণ শুধু ঈশ্বর এর স্মরণ -মনন, সর্বো, ধ্যান-সমাধি, ঈশ্বর এর আদর্শে পালন, ঈশ্বর এর উদ্দেশে পূর্তি ছাড়া, আর কোনো পরিস্থিতিতেই কোনো প্রকারের কোনো কামনা ঈশ্বর এর কাছে করার মতো কোনো মানসিকতা থাকে না সেই অবস্থাকেই নষিকাম প্রমে বলে 1